বই মেলাতে ‘ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ দুপুরবেলার অক্ত...’

দিলরুবা শাহানা

ফেব্রুয়ারী শোকের মাস। ফেব্রয়ারী দুখের মাস। ফেব্রুয়ারী গৌরবের মাস। ফেব্রুয়ারী চেতনাকে আলোকিত করার মাস। বুদ্ধিবৃত্তিকে শানিত করার মাস।

শহীদের রক্তেই একুশের দুপুর ছিল অক্ত বা মাখানো। ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদেরই শহীদদের রক্তে নির্মিত। তাঁদের প্রতি জানাই আনত শ্রদ্ধা।

কেউ যদি না জানে একুশে ফেব্রুয়ারী কিভাবে নির্মিত হল তারও জানা বোধহয়(নাকি অবশ্যই!) দরকার। যার আত্মা আলোকিত একুশের আলোকে তিনি নিজেকে বাঙ্গালী বলেই সম্মান করতে জানেন। যিনি এ ব্যাপারে অজ্ঞ তার জন্য দুঃখ হয়। আর যিনি নির্লিপ্ত ও বাঙ্গালী পরিচয় নিয়ে দ্বিধায় ভুগছেন তিনি নিজের আত্মপরিচয়কে সম্মান করতে জানেন না। করুনা ও অবজ্ঞা তার প্রাপ্য।

ঈদপরব, পূজাপার্বনে নতুন পরিচ্ছদ উঠে অবয়বে। পিঠাপুলি, পায়েস আর পরোটা কাবাব, সেমাইয়ে রসনা হয় তৃপ্ত। আর ফেব্রুয়ারী এলে নতুন বই আসে ঘরে, আত্মা তৃপ্ত হয়, সমৃদ্ধ হয় নানা ধরনের বইয়ের রস আস্বাদনে।

বইমেলা হয় প্রাণের মেলা। বিদেশে বসেও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার বদৌলতে বা কল্যাণে বইমেলা সম্বন্ধে খবর জানা যাচ্ছে। ইন্টারনেটে পত্রপত্রিকায় বইমেলার প্রতিদিনের গল্পগাঁথা সমাচারতো রয়েছেই। বাংলাভিশন ও চ্যানেল আই প্রতিদিন বাংলা একাডেমীর বইমেলা প্রাঙ্গন থেকে টিভিতে সরাসরি অনুষ্ঠানও দেখাচ্ছেন। শিশু থেকে পরিণত বয়সের মানুষের ঢল নেমেছে বই মেলাতে। পছন্দের বই খুঁজে নিয়ে হাসিমুখে বাড়ী ফিরছেন কেউ, কেউ বার বার যাচ্ছেন নতুন কি কি বই এলো দেখার জন্যে। দেখা, চেনা, জানা ও বই কেনার উৎসব ফেব্রুয়ারী, যে উৎসব শহীদের স্মৃতি চারণায় অর্পিত। দেশে প্রিয়জনের কাছে আব্দার যাচ্ছে কি কি বই কিনতে হবে সেই তালিকা নিয়ে। নদীর সুপেয় পানি তাকে ঘিরে থাকা অঞ্চলের মানুষেরই শুধু পিপাসা মিটায় আর সুন্দর সুমিষ্ট বই সীমানা ছাড়িয়ে দূরে, বহুদূরেও হৃদয় পরিতৃপ্ত করে। বই কাল থেকে কালান্তরে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে বয়ে নিয়ে যায় তার বানী।

অনেক বছর আগে একটি ছড়া শুনেছিলাম। একটি বাচ্চা ছড়াটি শুনিয়ে নিজেই হাত তালি দিয়ে পায়রা উড়ানোর মত হাত উপরে ছুঁড়ে শেষ করলো এই বলে যে

‘প্রভাতফেরী প্রভাতফেরী
আমায় নেবে সঙ্গে
বাংলা আমার বচন
আমি জন্মেছি এই বঙ্গে’

এই ছড়ার গল্প আমার এক বান্ধবীকে শুনাই। তার কাছে যে এই ছড়া নিয়ে আরও চমৎকার ঘটনা আছে তা জেনে

বিস্মিত হই। তখন মনে হয় বইই পারে এক প্রজন্মের ভালবাসা মেখে পৌঁছে যেতে আরেক প্রজন্মের কাছে।

সে ১৯৮৪সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ছোট্ট ভাইজিকে বাংলা একাডেমীর বই মেলাতে নিয়ে যায়। তখনো পড়তে শিখেনিতো তাই ফুল, পাখি আঁকা রঙিন মলাটের বইই পছন্দ হল মেয়েটির। বই কিনেই ক্ষান্ত হলোনা। বাড়ীতে ফুফু-চাচু, মা-দাদু সবাইকে ব্যতিব্যস্ত রাখতো বই থেকে ছড়া পড়ে শুনানোর জন্যে। নিজে পড়তে না জানলেও ছড়া শিখতে তার দেরী হলোনা। এদিকে বইয়ের অবস্থা নরম হয়ে এল। ফুফু সেলাই করে বইটি যত্নে অন্যবইয়ের মতই আলমারীতে তুলে রাখলেন।

এরপর কতমাস, কতবছর কেটে গেল। সেই মেয়ে লেখাপড়া শিখলো। বিয়ে হল তার। বছরের শেষে ছোট্ট ফুট্‌ফুটে এক বাচ্চার মাও হল সে। স্বামী অফিস থেকে বিদেশে দায়িত্ব নিয়ে গেলেন। মেয়েটিও কিছুদিন পর রওয়ানা হল স্বামীর কাছে। যা যা নেবার তা নেওয়া হল। কথা না শেখা ছোট্ট মেয়ের জন্য বাজার ঘুরে বাংলা ছড়ার বই, ছড়ার ক্যাসেট কত কি কেনা হল। যাওয়ার আগে বাপের বাড়ীর বইয়ের আলমারী খুলে তার নিজের ছোটবেলার বই থেকে সেই ছড়ার বইটিও নিয়ে গেল। মেয়েটির নাম জানা জরুরী নয়। ওকে নিয়ে হয়তোবা ছড়া কাটা যায়

‘মেয়েটি গেল দূর প্রবাসে
সঙ্গে নিল কি?
সঙ্গে নিল বাংলা ভাষার
ছড়ার বইটি’

বইয়ের গল্প শুনে জানতে চাইলাম
‘ছড়ার বইয়ের নামটা মনে আছে?’
‘ছড়াগুলো কিছু কিছু মনে আছে, বইয়ের নামতো মনে নেই, দেখি ভাইজির সঙ্গে কথা হলে তখন জেনে নেব’।

প্রায় বছর ঘুরতে চললো। ফেব্রুয়ারী মাসও এসে গেল। কথাটা আবার মনে করিয়ে দিলাম। এবার বান্ধবী কথাটি বেশ গুরুত্বের সাথে নিল। ইচ্ছা ছিল বইয়ের নাম জানতে পারলে বইটি দেশ থেকে আনিয়ে নেব। বান্ধবীর উপর অভিমান হল যে একটি বইয়ের নাম জানতে এতো সময় লাগছে ওর!

বইটির তথ্য জোগারের চেষ্টায় বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত ছড়ার ঐ বইসহ দুই প্রজন্মের ছবি আমাকে এনে দিল। বান্ধবী বাংলা একাডেমীতে বেশ কয়েকবার ই-মেইল করে জানতে চেয়েছিল বইটি এখনও বাজারে কিনতে পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া গেলে সে অর্ডার দিতে চায়। কোন উত্তর সে পায়নি। আমার বান্ধবীর ধারনা বাংলা একাডেমী সব বাংলা বইয়ের খবর রাখে। ওর আন্তরিকতায় সাথে সাথে আমার অভিমান উবে গেল। আমি বই পেলে খুশী হতাম। তবে ছবিসহ তথ্য আমার এই লেখা তৈরীতে কিছুটা অন্যরকম বৈচিত্র্য এনে দিল।

ছবিতে বইয়ের নাম দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ‘ফুলের কাছে পাখির কাছে’ নামে সুন্দর ছড়ার বইটি বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক, ছড়াকার আল মাহমুদের। বই পড়তে এমনিতেই মজা, আর ছড়ার বইয়ে অফুরান মজা।

এই বইতে রয়েছে চেতনায় আলো জ্বেলে দেওয়া ছড়া

‘ফেব্রুয়ারীর একুশ
তারিখ দুপুরবেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে বৃষ্টি কোথায়
বরকতের রক্ত’

এক আইরিস মহিলা চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে ছিলেন কিছুদিন। নাম তার শেইলা রায়ান, মাতৃভাষা গেইলিক। ঢাকাতে আমাকে একটি কথা বলে আপ্লুত করেছিলেন যে, আমরা নাকি বড় বিস্ময়কর একজাত ভাষা বাঁচাতে জান কবুল করেছি। দুঃখ করে বলেছিলেন যে তাদের ভাষা প্রায় মরেই গেছে, ঐ ভাষাতে কথা বলার মানুষ কদাচিৎ মেলে।

বাংলা ছড়ার বইসহ মা-মেয়ের ছবি দেখে মনে হল বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে,

ভালবাসা পাবেই। একে রক্ষার জন্য মানুষ বুকের রক্ত দিয়েছে যে!

‘মেয়েটি ছিল আন্দোলনে
মেয়েটি ভীষন একা
মেয়েটির নাম বাহান্নতে
বুলেট দিয়ে লেখা’

মেয়েটি কে? শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য্য গানে গানে যে মেয়েটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন সেই হচ্ছে আমাদের অনেক সাধের বাংলা ভাষা।